***Pratidhwani the Echo***
*A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science*
***ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)***
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
**UGC Approved, Journal No: 48666**
*Volume-VII, Issue-IV, April 2019, Page No. 09-17*
*Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India*
*Website: http://www.thecho.in*

# শিশুশ্রম সমস্যা পারাবার : উতরিতে অঙ্গীকার

**ড. অমল কুমার ঘোষ**
*সহযোগী অধ্যাপক, ভূগোল বিভাগ, ফকির চাঁদ কলেজ, ডায়মন্ড হারবার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

***Abstract***

*The menacing prevalence of child labour is the byproduct of acute ill-economy in the events of population boom, illiteracy and poverty. Cheap and bonded labours in the form of child labour easily fulfil the 'supply' to the developing economy. That is why, they are compelled to invite disastrous life with gloomy and hopeless future. The engagement in hazardous sectors makes their hellish lives. Ill health, disease-proneness, untimely ageing, drug addiction, crime, prostitution, pornography, deprivation constitute the immediate and ultimate consequences. Organized and unorganized sectors of many kinds of both rural, urban and rurban areas nurture those in countless numbers. The prohibition process of the evil engagement has been relentlessly in practice in various nations. India is no exception. Various plans and policies along with the formulation of rules and regulations under the auspicious umbrella of ILO have been in practice to outwit these socio-economic evils towards the prosperity attainment of a nation like India.*

***Keywords: Child Labour, ILO, Act, IPEC, UNICEF.***

**ভূমিকা :** *'ওরা কাজ করে'। এখানে 'ওরা' হল শিশুরা।*

উন্নয়নশীল লক্ষ্য। সস্তা শ্রম। দুঃসহ দারিদ্র্য। অনাহার, অর্ধাহার। মালিকের অসীম মুনাফা লোভ। গাঠনিক শিক্ষার অভাব। পরিবারের অসচেতনতা। জন্ম নিয়ন্ত্রনে অনীহা। অসাধুচক্র ইত্যাদি নিরন্তর সুকুমার দেহমনকে নিষ্পেষিত করে। ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণে নিঃশেষিত দেশ ও জাতি অর্থনৈতিক অক্সিজেনের লক্ষ্যে বুভূক্ষার তাড়নায় শিশুকে উপার্জনের হাতিয়ার করে। পড়শিতে ঈর্ষায় আরো অর্থের সংস্থানের লক্ষ্যে পরিবারের চাপে দৈহিক শ্রমবৃত্তি অবলম্বন করে। তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এই চালচিত্র অহরহ দেখা যায়। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং অন্যান্য কারণে জাত এই ব্যাধি দেশ ও জাতির স্থিতিশীল উন্নয়নের লক্ষ্যের মূলেই কুঠারাঘাত করে, ফলে সমাজ ও অর্থনীতি শীর্ণ ও দীর্ণ হয়ে পড়ে। দেশের মেরুদণ্ড অশক্ত হয়ে যায়। সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্র— কি কৃষি, কি শিল্পের বৃহদায়তন ক্ষেত্র শিশুশ্রমকে আহ্বান করে। অধিক আর্থিক অঙ্কের লোভে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে বিপজ্জনক ক্ষেত্রগুলিতে শিশুরা নিক্ষিপ্ত হয়। ফলে স্বাস্থ্যহানি, অকাল বার্ধক্য, রোগ ভোগ ও মৃত্যুর নিয়তি ঘটে। আইনের বেড়াজালে শিশুশ্রম দূরীকরণের প্রয়াস অগ্রগতি পেলেও আজও তা নির্মূল হয়নি। দেশে-

দেশে, দশে-দশে এর কূফল প্রচার এবং সরকারি ও বেসরকারি স্তরে সংগঠিত ও অসংগঠিত দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচিই শিশুশ্রম দূরীকরণ সম্ভব করতে পারে।

**শিশুশ্রমের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি :** দেশে দেশে অঞ্চল বিশেষে, সংস্কৃতির ভিন্নতায় এবং উন্নত ও উন্নয়নশীলতার মানদণ্ডে অনেকাংশে শিশুশ্রমের সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে প্রশাসন বা সরকার ও বিভিন্ন সংগঠন ভিন্ন ভিন্ন মাপকাঠিতে শিশুশ্রমের সংজ্ঞা নিরূপন করে থাকে। আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা (ILO)-র মতে, শিশুশ্রম হল সেই সকল কার্যাবলী যা শিশুদের শৈশব, তাদের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা এবং প্রাপ্যমর্যাদা হতে বঞ্চিত করে এবং শারীরিক ও মানসিক উন্নয়নের পক্ষে ক্ষতিকারক। এগুলি হল সেই কার্যাবলি যা তাদের—
মানসিক, শারীরিক, সামাজিক অথবা নৈতিকভাবে বিপজ্জনক এবং শিশুদের পক্ষে ক্ষতিকারক;
বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানকে ব্যাহত করে, সেই সকল উপায়ে যা তাদের—
— স্কুলে যোগদানের সুযোগ হতে বঞ্চিত করে,
— অকালেই স্কুল ছাড়াতে বাধ্য করে, অথবা
— তাদের অনেক বেশি দীর্ঘ ও ভারি কাজের সঙ্গে স্কুল উপস্থিতি যুক্ত করার প্রচেষ্টার ফলে স্কুল ছাড়তে বাধ্য হয়।[১]
জাতি সংঘের শিশু তহবিল (UNICEF)-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী—
ক) ৫ হতে ১১ বছর বয়সী ছেলেমেয়েরা সপ্তাহে অন্ততঃপক্ষে ১ ঘণ্টা অর্থনৈতিক কার্যাবলী অথবা ২৮ ঘণ্টা গৃহস্থালীর কাজে নিযুক্ত থাকলে;
খ) ১২ হতে ১৪ বছর বয়সীরা সপ্তাহে অন্তত ১৪ ঘণ্টা অর্থনৈতিক কার্যাবলী অথবা গৃহস্থালীর কাজ ও অর্থনৈতিক কার্যাবলিতে একত্রে ৪২ ঘণ্টা কাজ করলে তাদেরই শিশুশ্রমিক বলা হয়।[২]
গ) ১৫ হতে ১৭ বছর বয়সীরা সপ্তাহে অন্তত ৪৩ ঘণ্টা অর্থনৈতিক ও গৃহস্থালির কাজ করলে, শিশুশ্রমিক হিসাবে গণ্য হবে।

> *"ভারতবর্ষে, ২০০১ সালের আদম সুমারি অনুসারে ১৭ বছরের কম বয়সী শিশু যদি মজুরিসহ অথবা মজুরি ব্যতীত কোনও অর্থনৈতিক উৎপাদনমূলক কাজ করে, তবে সে শিশুশ্রমিক হিসাবে গণ্য হবে"।*[৩]

এক্ষেত্রে কাজ আংশিক বা পূর্ণ সময়ের উভয়ই হতে পারে। অবশ্য, কোনো বছরে ৬ মাস বা তার অধিক সময় একাদিক্রমে বা অধিকাংশ সময়ে কাজে যুক্ত থাকলে মূল শিশুশ্রমিক এবং ঐ একইভাবে ৬ মাসের কম সময়ে কাজে নিযুক্ত থাকলে প্রান্তিক শিশুশ্রমিক হিসাবে তারা গণ্য হয়।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সংজ্ঞা অনুযায়ী ৫-১৪ বছরের শিশু মজুরিসহ বা মজুরি ছাড়া প্রতি সপ্তাহে ১ ঘণ্টা বা তার বেশি সময়ে কর্মে নিযুক্ত থাকলে তাদের শিশুশ্রমিক বলা হয়।

অবশ্য পরিবারকে, সামান্য সহায়তার লক্ষ্যে পিতামাতাকে গৃহস্থালি ও অন্যান্য অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে সামান্য অংশ নিলে অথবা এ বিষয়ে টুকটাক কাজে যুক্ত থাকলে তা শিশুশ্রমের পর্যায়ভুক্ত হয় না। এক্ষেত্রে একদিকে যেমন তাদের শৈশব ব্যাহত হয় না, অন্যদিকে, তেমনই তারা অভিভাবকদের কাছ থেকে ভবিষ্যৎ কর্মশিক্ষার পাঠ নেয়।

বৈদিক যুগে, আশ্রমিক প্রথায় শিশুরা গুরুগৃহে পাঠগ্রহনের সাথে সাথে যে, কার্যাবলিতে লিপ্ত হত তাও শিশুশ্রম ছিল না। সেখানে পাঠগ্রহণ যেমন ব্যাহত হত না, তেমনই কাজের ধরন কখনোই মানসিক বা শারীরিক পীড়াদায়ক ছিল না, শিক্ষার পাশাপাশি এবং প্রয়োজনে ঐ কাজ বরং শিশুদের ভবিষ্যৎ সাবলম্বীতকেই নিশ্চিত করত।

**শিশুশ্রমের কারণ :** সভ্যতার অগ্রগতির অন্তরালেই শিশুশ্রমের বীজ সুপ্ত রয়েছে। কৃষি ও শিল্প প্রগতির পরম্পরায় প্রথমে সাহায্যের উদ্দেশ্যে এর অনুপ্রবেশ ঘটলেও পরবর্তীতে শুধু মুনাফার কারণে এ ব্যাধি সমাজ থেকে

সমাজান্তরে জাঁকিয়ে বসেছে। ভারত, বাংলাদেশ, ব্রহ্মদেশ, পাকিস্তান ইত্যাদি উন্নয়নশীল দেশগুলিতে প্রায় অভিন্ন কারণ নিরন্তর শিশুশ্রমের জন্ম দিয়ে চলেছে।

শিশুশ্রমের কয়েকটি সাধারণ কারণ হল—

| **সামাজিক কারণ** | **অর্থনৈতিক কারণ** |
|---|---|
| • জনবিস্ফোরণ<br>• বাল্যবিবাহ<br>• অধিক সন্তান<br>• পরিবারে অবহেলা<br>• সচেতনতার অভাব<br>• নিত্যকলহের পরিবেশ<br>• বিমাতার অবজ্ঞা<br>• পিতামাতার নিরক্ষরতা<br>• অবৈধ সন্তান<br>• অনাথ দশা<br>• আশ্রয়হীনতা<br>• শ্রমিক সংঘের গা-ছাড়া ভাব<br>• শিক্ষার ফি বৃদ্ধি<br>• শিশুপাচার / বিক্রি<br>• উঁচু মনোভাবহীনতা<br>• ফলপ্রসূ শিক্ষাব্যবস্থার অভাব<br>• অধরা গুণমানযুক্ত শিক্ষা<br>• অদৃশ্য বর্ণপ্রথা<br>• অস্পৃশ্যতা<br>• শিশুকে পরিবার কর্তৃক স্কুলমুখী করার অনীহা<br>• ত্রুটিপূর্ণ বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা<br>• শিশুশ্রমের পারিবারিক প্রথা<br>• বিনা প্রতিবাদে কাজ<br>• বস্তির জীবন<br>• আবদ্ধ সংস্কৃতি<br>• অপরাধ প্রবণতার অন্তিম ফল<br>• কূপমণ্ডুকতা / স্থবির মনোভাব<br>• বস্তুগত চাহিদা নিবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা<br>• ‘একঘরে’ করা<br>• পরিবার প্রধানের দীর্ঘ অসুস্থতা | • দারিদ্র্য<br>• অভিভাবকের কর্মহীনতা<br>• নগরায়ণ<br>• শিল্পায়ন<br>• বিশ্বায়ন<br>• অদক্ষ শ্রমিকের বিপুল চাহিদা<br>• খাদ্যের বিনিময়ে কাজ<br>• সস্তা শ্রম<br>• জীবন জীবিকার জন্য পরিবারের অপ্রতুল সম্পদ<br>• ‘দশহাত’-এ রোজগারের প্রত্যাশা<br>• দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিজনিত কারণে পরিবারে অচলাবস্থা<br>• উপার্জনকারী প্রাপ্তবয়স্কের মৃত্যু<br>• ‘চাহিদা’ ও ‘যোগান’, বিশেষত অবাধ যোগানের নীতি<br>• চাকরির মন্দা<br>• পরিবারের অপ্রতুল আয়<br>• মালিকের সীমাহীন মুনাফা লোভ<br>• দাদন বা ঋণ পরিশোধের অপারগ অবস্থা<br>• বেকারত্ব ও ছদ্ম বেকারত্ব<br>• ধনী-দরিদ্রের বিস্তর ব্যবধান<br>• উৎপাদন ব্যয় হ্রাস নীতি<br>• খাদ্য উৎপাদনে ব্যাপক ঘটতি<br>• অর্থনৈতিক অবরোধের কারণে সরকারের দেউলিয়া অবস্থা<br>• সরকার কর্তৃক ভরতুকি বা অতি কম দামে খাদ্য প্রদানের অভাব<br>• অতুন্নত অঞ্চলে মানিয়ে নেওয়ার সমস্যা<br>• অনিয়ন্ত্রত অর্থব্যবস্থা |

| | |
|---|---|
| • দাসত্ব<br>• 'শিশু সংসারে বোঝা'/'অনুৎপাদক' এই মানসিকতা<br>• কোথাও কোথাও ভোলবদলে আজও সক্রিয় ক্রীতদাস প্রথা | |

| রাজনৈতিক কারণ | অন্যান্য কারণ |
|---|---|
| • অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা<br>• দেশভাগ / যুদ্ধাদির কারণে ছিন্নমূল অবস্থা<br>• উদ্ধাস্তর ব্যাপক ঢল<br>• অবৈধ অনুপ্রবেশ<br>• সরকারের উদাসীনতা<br>• ভিন্ন রাজনৈতিক মতাবলম্বীদের প্রতি সরকারের বৈমাতৃক মনোভাব<br>• সরকার কর্তৃক গোষ্ঠীবিশেষকে সুবিধাদান | • বন্যা, খরা, ভূমিকম্প, মহামারী জনিত দুর্ভিক্ষের অবস্থা<br>• বাঁধ বা জলাধার নির্মাণহেতু উচ্ছেদ<br>• বাড়ি থেকে বিদ্যালয়ের অধিক দূরত্বের কারণে শিক্ষাহীনতা<br>• দক্ষতা বৃদ্ধিকারী ট্রেনিং কর্মসূচির অভাব<br>• পরামর্শদান/'কাউন্সেলিং' ব্যবস্থার অপ্রতুলতা<br>• প্রচার মাধ্যমের দায়সাড়া ভাব/নিষ্ক্রিয়তা |

**শিশুশ্রমের বিপজ্জনক ক্ষেত্র (after International Labour Organization, ILO):**

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার অনুচ্ছেদ সংখ্যা ৩ এবং রীতি সংখ্যা ১৮২-তে শিশুশ্রমের যে নিকৃষ্টতম ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে, তা হল—

অ) সমস্ত ধরনের দাসত্ব বা দাসত্বসম কারবার যেমন, শিশু বিক্রি, তাদের নিন্দার্হ কাজে নিয়োগ, ঋণদাসত্ব বন্ধন এবং বলপূর্বক অথবা বাধ্যতামূলকভাবে সশস্ত্র দ্বন্দ্বের জন্য নিয়োগসহ ক্রীতদাসবৎ দায়বদ্ধ কৃষক এবং বলপূর্বক বা বাধ্যতামূলক শ্রম।

আ) যৌনবৃত্তি, অশ্লীন ছবি তৈরি অথবা অশ্লীল কার্যাবলির জন্য শিশুদের ব্যবহার, প্ররোচিত করা বা লোভ দেখানো।

ই) নির্দিষ্ট আন্তর্জাতিক চুক্তিতে স্থিরীকৃত অবৈধ কারবার যেমন, মাদক উৎপাদন ও পাচার, নিন্দার্হ কাজে শিশুদের ব্যবহার, প্ররোচনা বা লোভ দেখানো।

ঈ) শিশুদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা অথবা নৈতিক দিক থেকে হানিকার কাজের চরিত্র ও অবস্থা।[৪]

অনুচ্ছেদ ৩, সুপারিশ সংখ্যা ১৯০. অনুসারে শিশুশ্রমের বিপজ্জনক ক্ষেত্রগুলি হল—

ক) শারীরিক, মনস্তাত্ত্বিক অথবা যৌন নির্যাতন কার্যাবলি যেখানে শিশু নিয়োজিত হয়।

খ) ভূ-গর্ভ, জলের নীচে, বিপজ্জনক উচ্চতায় অথবা সংকীর্ণ ক্ষেত্রে কাজ।

গ) বিপজ্জনক মেসিনের কলকব্জা, সরঞ্জাম, যন্ত্র অথবা যেসমস্ত ক্ষেত্রে মেসিন হাত দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা হয় অথবা ভারি বোঝা স্থানান্তর করা হয়।

ঘ) অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ যেখানে শিশুদের বিপজ্জনক বস্তু, বিষয় বা প্রক্রিয়ার মধ্যে অথবা অধিক তাপমাত্রা, শব্দ, কম্পনের মধ্যে কাজ করতে হয় যা তাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

ঙ) কঠিন পরিবেশে কাজ যেমন, দীর্ঘ সময় ধরে কাজ, রাত্রে কাজ যেখানে অযৌক্তিকভাবে শিশুকে নিয়োগ কর্তার চৌহদ্দির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়।

**সারণী ১ : ভারতে শিশুশ্রমের ক্ষেত্র**

| ক্ষেত্রের প্রকৃতি | ক্ষেত্রবিশেষ (কৃষি/শিল্প/অন্যান্য) | স্থান/শহর/নগর | অঙ্গরাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল |
|---|---|---|---|
| **অসংগঠিত ক্ষেত্র** | কৃষি : শস্যচাষ, কাজু প্রক্রিয়াকরণ, মৎস্য চাষ, বাগিচা কৃষি। | | অধিকাংশ রাজ্য |
| ক. গ্রামাঞ্চল | খনি : কয়লা, পাথর খাদান | | পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান |
| খ. শহরাঞ্চচল | কারখানা, গ্যারেজ, রেস্তোরাঁ, ক্যান্টিন, ধাবা, দোকান, মালফেরি, মালবোঝাই ও খালাস, কাগজ ও প্লাস্টিক বোতল সংগ্রহ, নির্মাণ শিল্প | দিল্লিসহ দেশের ছোটো বড়ো শহর ও নগর | প্রায় সকল রাজ্য |
| | চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক | | অধিকাংশ রাজ্য |
| **সংগঠিত ক্ষেত্র** | আতসবাজি ও দেশলাই শিল্প | শিবকাশী | তামিলনাড়ু |
| | সিরামিক ও কাঁচ শিল্প | | উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, কর্ণাটক |
| | কাঁচের চুড়ি শিল্প | ফিরোজাবাদ | উত্তরপ্রদেশ |
| | তালা তৈরি | আলিগড় | উত্তরপ্রদেশ |
| | কাঁসা ও পিতলশিল্প | মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান<br>মোরাদাবাদ | পশ্চিমবঙ্গ<br>উত্তরপ্রদেশ |
| | শ্লেট তৈরি | মরকাপুর<br>মান্দাসাউর | অন্ধ্রপ্রদেশ<br>মধ্যপ্রদেশ |
| | হাতে বোনা কার্পেট শিল্প | বারাণসী, মির্জাপুর, ভাদোহি | উত্তরপ্রদেশ |
| | রেশম শিল্প | | কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, অসম |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | বেনারসী শিল্প | বারানসী | উত্তরপ্রদেশ |
| | ধূপ তৈরি | মাইশোর, বেঙ্গালুর | কর্ণাটক |
| | মোমবাতি শিল্প | বেঙ্গালুরু, তুমকুর<br>কলকাতা<br>পুণে | কর্ণাটক<br>পশ্চিমবঙ্গ<br>মহারাষ্ট্র |
| | মৃৎপাত্র তৈরি | | রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ,<br>পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা |
| | রত্নপালিশ | জয়পুর | রাজস্থান |
| | হিরে শিল্প | সুরাট | গুজরাট |
| | বিড়ি শিল্প | | পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, কেরালা |
| | পাথরভাঙা | | ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ,<br>উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ |
| | সূচী শিল্প | | জম্মু-কাশ্মীর, মণিপুর,<br>উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ |
| | ইঁট তৈরি | | প্রায় সকল রাজ্য |
| | নারকেল দড়ি শিল্প | | কেরালা, তামিলনাড়ু,<br>অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক,<br>মহারাষ্ট্র, গোয়া, ওড়িশা, অসম,<br>আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ,<br>লাক্ষাদ্বীপ, পুডুচেরী |
| | ঘুড়ি তৈরি | আমেদাবাদ<br>মেটিয়াব্রুজ, ডায়মন্ডহারবার | গুজরাট, পশ্চিমবঙ্গ |
| | কাগজের ঠোঙা তৈরি | | প্রায় সকল রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল |

**ভারতের শিশুশ্রম প্রতিরোধী আইন ও ব্যবস্থাপনা :** ভারত সরকার, এদেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় শিশুশ্রম রোধে সদা তৎপর। ১৯৮৯ সালের জাতিসংঘের শিশুর অধিকার রক্ষার সম্মেলন [The UN Convention of the Rights of the Child (CRC), 1989], চাকরিতে প্রবেশে সর্বনিম্ন বয়স সংক্রান্ত আর্ন্তজাতিক শ্রমসংস্থার সম্মেলন, ১৯৭৩ (The I.L.O. Convention concerning Minimum Age for Admission to Employment C 138, 1973 or C138, Minimum Age Convention, 1973), ১৯৯৯ সালের আর্ন্তজাতিক শ্রম সংস্থার শিশুশ্রমের নিকৃষ্টতম ক্ষেত্র সম্মেলন (C182– Worst Forms of Child Labour Convention, 1999) ইত্যাদির প্রায় প্রত্যেকটিকেই ভারত যথাযথ মান্যতা দিয়েছে।

শিশুশ্রম দূরীকরণের জন্য আইন প্রণয়ন ভারতের অতীত ইতিহাসও যথেষ্ট বৈচিত্রময়—

- ৭ বছরের নীচে শিশুশ্রমিক নিয়োগ প্রতিরোধে কারখানা আইন, ১৮৮১ (The Factories Act, 1881)
- ১৪ বছরের কমবয়সীদের জাহাজে নিয়োগ রোধে ভারতীয় বাণিজ্য জাহাজ আইন, ১৯২৩, ১৯৫৮ ও ১৯৬৬ (Indian Merchant Shipping Act, 1923, 1958, 1966)
- ঋণ নেওয়া ও ঋণ পরিশোধে শিশুদের অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া প্রতিরোধী শিশুশ্রম অঙ্গীকার আইন [The Children (Pledging of Labour) Act, 1933]
- কয়েকটি শিল্পে শিশুশ্রম নিয়োগরোধে শিশু কর্মসংস্থান আইন, ১৯৩৮ (The Employment of Children Act, 1938)[৫]

স্বাধীনতা পরবর্তীতে ভারতবর্ষে শিশুশ্রম দূরীকরণে নানান আইন প্রণীত হয়েছে ও হচ্ছে। এগুলি হল—

- ১৪ বছরের নীচে শিশুদের কাজে নিয়োগ নিষিদ্ধকারী ভারতীয় কারখানা আইন, ১৯৪৮ (The Factories Act, 1948)
- ১২ বছরের কম বয়সীদের বাগিচা কৃষিতে নিয়োগ প্রতিরোধে বাগিচাশ্রম আইন, ১৯৫১ (The Plantations Act, 1951)
- ১২ বছরের কম বয়সীদের গভীর খনি খাদানে নিয়োগ নিষেধাজ্ঞায় খনি আইন, ১৯৫২ (The Mines Act, 1952)
- বাণিজ্য জাহাজে ১৫ বছরের কম বয়সে কর্মনিযুক্তি রোধে মার্চেন্ট শিপিং আইন, ১৯৫৮ (The Merchant Shipping Act, 1958)
- ১৫ বছরের কম বয়সীদের মোটর পরিবহনশিল্পে কর্মে নিয়োগে আইনি বাধাদানকারী মোটর পরিবহন শ্রমিক আইন, ১৯৬১ (The Motor Transport Workers Act, 1961)
- ১৪ বছরের কম বয়সে অন্যের কারখানায় নিয়োগ রদে শিক্ষানবিশ আইন, ১৯৬১ (The Apprentices Act, 1961)
- ১৮ বছরের কম বয়সীদের তেজস্ক্রিয়তা সংযোগহীনতার লক্ষ্যে পারমাণবিক শক্তি আইন, ১৯৬২ (The Atomic Energy Act, 1962)
- বিড়ি ও সিগার শিল্পে ১৪ বছরের কম বয়সীদের যোগদান রদের পাশাপাশি ১৪-১৮ বছর বয়সীদের রাত্রিকালীন (সন্ধ্যা ৭টা হতে সকাল ৬টা) সময়ে কাজ বন্ধে বিড়ি ও সিগার শ্রমিক (কর্মসংস্থান শর্তাবলী) আইন, ১৯৬৬ (The Beedi and Cigar Workers Conditions of Employment Act, 1966)
- কারখানা, খনি বা অন্য কোনো বিপজ্জনক ক্ষেত্রে শিশুশ্রমিক (<১৪ বছর) নিয়োগ বন্ধে শিশু শ্রমিক নিষিদ্ধকরণ ও নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৮৬, ২০১৬ [The Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986, 2016]

- বিপজ্জনক কাজে শিশুর নিয়োগবন্ধে নিয়োগকারীকে জরিমানা ও সর্বোচ্চ ৩ বছর কারাবাসের নিদান সম্বলিত শিশুর ন্যায়বিচার (শিশু যত্ন ও সুরক্ষা) আইন, ২০০০, ২০১৫ [Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 and 2015]

শিশুশ্রম প্রতিরোধে বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্পে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা উল্লেখযোগ্যতার দাবি রাখে।[৬] অনুরূপভাবে, প্রায় ২০০ বছর আগে ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জে ক্রীতদাস প্রথা প্রতিরোধে হাজার হাজার মানুষ দাসদের দ্বারা তৈরি চিনি কেনা বয়কট করে।[৭]

এছাড়াও ২০১৩ সালে ভারত সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয় ১৯৯৬-২০১৮ কর্মসূচিতে— জাতীয় শিশুশ্রম প্রকল্প পদ্ধতি [National Child Labour Project (NCLP) Scheme, 1996–2018] এবং গ্রান্ট-ইন-এড্ (Grant-in-Aid or G.I.A.) পদ্ধতি চালু হয়েছে। এই প্রকল্পে শিশুশ্রমের বিপজ্জনক ক্ষেত্রের সর্বাধিক সন্নিবেশযুক্ত অঞ্চলগুলিতে ৯-১৪ বছর বয়সী যারা ঐ পেশাগুলিতে নিযুক্ত রয়েছে, তাদের সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্য বিশেষ স্কুলে প্রথাগত শিক্ষায় আনা হবে। এক্ষেত্রে তাদের সর্বাধিক ৩ বছরের জন্য 'ব্রিজ কোর্স', 'ভোকেশনাল ট্রেনিং', পুষ্টি বিদ্যা, স্বাস্থ্য সচেতনাতা, জলপানি ইত্যাদির ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ঐতিহাসিক বিভেদই ভারতবর্ষে বঞ্চিত, অবহেলিত, নিপীড়িত ও নিঃশেষিত শ্রেণির জন্ম দিয়েছে। সম্পদ ব্যবহার, রাজনীতি, সরকারি চাকরিতে তাদের নিরন্তন বঞ্চনা এর অবশ্যম্ভাবী ফল। এই অবহেলা প্রশমনে ভারতের সংবিধান তপশীলি জাতি ও উপজাতি, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি এবং অতি সম্প্রতি অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর উচ্চবর্ণের সংরক্ষণের সুযোগ দিয়েছে। কল্যাণকামী ব্যয়, ভূমিসংস্কার, কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য দূরীকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে পিছিয়ে থাকাদের রাজনৈতিক সংরক্ষণ আশাপ্রদ ফলদায়ী হতে পারে।[৮]

শিশুশ্রম দূরীকরণে ভারত আন্তর্জাতিক প্রয়াসেও সামিল হয়েছে। এর অঙ্গ হিসাবে এদেশ-ই প্রথম 'শিশুশ্রম দূরীকরণে' আন্তর্জাতিক কর্মসূচি (International Programme on the Elimination of Child Labour, IPEC)-তে যোগ দেয়। আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা পরিচালিত এই কর্মসূচি ১৯৯২ সালে শুরু হয় এবং ভারত জাতীয়, রাজ্য তথা জেলাস্তরে বিভিন্ন শিশুশ্রমরোধী প্রকল্পে তার সহায়তা পেয়ে আসছে। ILO ও IPEC প্রকল্পে ভারতের কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রক এবং আমেরিকার শ্রম বিভাগ ইনডাস্ (INDUS) নামে একটি প্রকল্প তৈরি করেছে যা ১০টি বিপজ্জনক ক্ষেত্রে নিযুক্ত শিশুশ্রমিকদের পুণর্বাসনের লক্ষ্যে কাজ করে। এর ফলে এদেশের হাজার হাজার শিশু উপকৃত হয়েছে ও হচ্ছে। শুধু ভারতের শ্রমমন্ত্রক নয়, শিক্ষামন্ত্রকও 'সর্বশিক্ষা অভিযান (SSA)'-র মাধ্যমে বাস্তবে শ্রম ছেড়ে শিশুদের কর্মমূখী করার কার্যকরী ভূমিকা চালিয়ে যাচ্ছে।[৯]

**অন্যান্য প্রয়াস :** আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) শিশুশ্রম দূরীকরণে IPEC, UNICEF এবং বিশ্ব ব্যাঙ্ক এর সহযোগিতায় বছরের পর বছর কাজ করে আসছে। বস্তুত, UNICEF শিশুশ্রম সমস্যাকে মানবাধিকারের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে। জাতিসংঘ (UN)-এর ঐ সংস্থা শিশুশ্রম দূরীকরণে শিশুদের প্রাথমিক তথা বুনিয়াদি শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি সচেতনতা বৃদ্ধি, কারিগরি সহযোগিতা, আর্ন্তজাতিক শ্রমমান (Labour Standard) তৈরি ইত্যাদির মাধ্যমে শিশুশ্রম দূরীকরণে প্রয়াসী। ILO-র ঘোষণা (declaration) অনুযায়ী অস্ট্রেলিয়া, আজারবাইজান, বেলজিয়াম, চীন, ভারত, মিশর, থাইল্যান্ড, কাম্বোডিয়া, কমোরোস, কিউবা, চেক প্রজাতন্ত্র, ইথিওপিয়া, ঘানা, গুয়াতেমালা, গিনি-বিসাউ, ইরান, কাজাখস্থান, লেবানন, লিথুয়ানিয়া, মালি, মেক্সিকো, মল্ডোভা, পাকিস্তান, পেরু, কাতার, সেন্ট-লুসিয়া এবং সিরিয়া কার্যকরীভাবে শিশুশ্রম দূরীকরণে জাতীয় স্তরে নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে (ILO, 2002c)।[১০]

**উপসংহার :** আইন প্রনয়ন, তা কার্যকরীকরন, শ্রমিক সংঘগুলির দায়িত্বশীলতা, দারিদ্র্য সীমার নীচের বাসিন্দাদের জন্য নামমাত্র মূল্যে খাদ্যশস্যের যোগান, শিক্ষা সহায়কদের নিয়মিত স্কুলছুটদের বিষয় খবরাখবর রাখা ও তা

সংশ্লিষ্ট দপ্তরে লিখিত আকারে জানানো, শিক্ষকদের মূল্যবোধ বৃদ্ধি ইত্যাদি শিশুশ্রম দূরীকরণে সহায়ক হতে পারে। এছাড়াও চাকরিক্ষেত্রে স্বজনপোষণ, দুর্নীতি ও রাজনীতিকরণ প্রতিরোধ, উপযুক্ত ও পারদর্শী শিক্ষায় সম্মানজনক কর্মনিযুক্তির নিশ্চিতকরণ, পূর্বেই বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত শিশুশ্রমিকদের জন্য রাস্ট্রকর্তৃক প্রতিটি শিশুর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সাম্যের অধিকার নিশ্চিত করা, অপরাহ্ন বা সান্ধ্যকালীন শিক্ষার ব্যবস্থা, গুণমানযুক্ত শিক্ষায় অবাধ প্রবেশের ব্যবস্থা কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে। আবার ব্লক বা পঞ্চায়েত স্তরে শিশুশ্রমিক অনুসন্ধানী দপ্তর স্থাপন ও এই শ্রম নিরুৎসাহিত করার জন্য যথাযথ গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন, বৃত্তিমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা করা, শিশুপাচার রোধ Child Helpline-কে আরো সক্রিয় করে তোলা এবং উক্ত ক্ষেত্রগুলিতে সমাজের আপামর জনগণকে সামিল করার মধ্য দিয়েই শিশুশ্রম প্রতিরোধ সম্ভব।

**তথ্যসূত্র (References) :**


১. w.w.w.ilo.org>ipec>facts>lanm…

২. https://www.unicef.org>facts

৩. লস্কর, রাজকুমার (নভেম্বর, ২০১২) শ্রমের আড়ালে বিপন্ন শৈশব, যোজনা–ধনধান্যে, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৩০-৩৩

৪. ILO (2002) A Future Without Child Labour. Global Report Under the Follow up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work. Report I (B). Geneva. p.11

৫. Child Labour in India in unicef.in/what we do/21/child labour

৬. Ghosh, A. K. (2018) Child Labour Problem and Prevention— A Comparative Analysis of India and Bangladesh in American International Journal of Research in Humanities, Arts and Social Sciences. Georgia, USA.25(1) pp. 44-49

৭. Humber, F. (2009) The Challenge of Child Labour in International Law. Cambridge University Press, New York. p.195

৮. Kaletski, E. A. (2014) Essays on the Causes and Consequences of Child Labor (Doctoral Dissertations). UCONN Library, University of Connecticut. p.64

৯. Herath, G. and Sharma, K. (2007) Child Labour in South Asia (Edtd). Ashgate Publishing Limited, Hampshire, England. p.110

১০. O E C D (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2003), Combating Child Labor : A Review Policies. Paris. pp.25, 51-57